দৈনিক সংবাদ

76

তারিখ 22 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

ঢাঃ বিঃ ছাত্রদের জরিপের তথ্য

৫ বছরে শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে ১০৬৬ ভাগ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৫ বছরের ব্যবধানে সর্বোচ্চ বেতন ও ফি বাড়ানো হয়েছে শতকরা ১ হাজার ৬৬ ভাগ। অর্থাৎ বার্ষিক ৫শ' ২৮ টাকার স্থলে ৫ হাজার ৬শ' ৩০ টাকা। বাণিজ্য অনুষদের ক্ষেত্রেই এই সর্বোচ্চ ব্যবধান। শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন নামে একটি সংগঠন পরিচালিত জরিপ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গত ৫ বছরের হিসেব অনুযায়ী বাণিজ্য অনুষদে বেতন ও ফি ছিল যথাক্রমে ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে বছরে ৫শ' ২৮ টাকা, '৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে বছরে ৮শ' ৩৬ টাকা, '৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে বছরে ১ হাজার ৫ টাকা, '৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে বছরে ৩ হাজার ৪শ' ৬৬ টাকা এবং নতুন সংযোজনে '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে দাঁড়িয়েছে বছরে ৫ হাজার ৬শ' ৩০ টাকা।

কলা অনুষদের ক্ষেত্রে ৫ বছরের ব্যবধানে বেতন ও ফি বেড়েছে শতকরা ৪শ' ভাগ। অর্থাৎ ৬শ' ৮২ টাকার পরিবর্তে ২ হাজার ৭শ' ৩০ টাকা। ৫ বছরের তথ্য অনুযায়ী যথাক্রমে '৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে বছরে ৬শ' ৮২ টাকা, '৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে

জরিপ ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৭

জরিপ ঃ শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছরে ৯শ' ২০ টাকা, '৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে বছরে ১ হাজার ৯০ টাকা, '৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে বছরে ১ হাজার ৪শ' ৬৫ টাকা এবং নতুন বেতন বৃদ্ধিতে '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে দাঁড়িয়েছে বছরে ২ হাজার ৭শ' ৩০ টাকা।

বিজ্ঞান অনুষদের ক্ষেত্রে বেড়েছে শতকরা ৩শ' ৬৭ ভাগ। অর্থাৎ ৫ বছরের ব্যবধানে ৭শ' ৬৮ টাকার পরিবর্তে ২ হাজার ৮শ' ১৫ টাকা হয়েছে। ৫ বছরের হিসেবে '৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ছিল বছরে ৭শ' ৬৮ টাকা, '৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ছিল বছরে ১ হাজার ৫০ টাকা, '৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে ছিল বছরে ১ হাজার ২শ' ৯০ টাকা, '৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে ছিল বছরে ১ হাজার ৬শ' ৫৬ টাকা এবং '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে নতুন বেতন বাড়ানোর ফলে দাঁড়িয়েছে বছরে ২ হাজার ৮শ' ১৫ টাকা।

৫ বছরের ব্যবধানে এ বেতন ও ফি বাড়ানোর নিন্দা ও প্রতিবাদে এবং কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠন দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছে। এছাড়া তারা বেতন ও ভর্তি ফি বাড়ানোর ব্যাপারে বিভিন্ন পত্রিকায় কর্তৃপক্ষের দেয়া বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছেন। তারা কর্তৃপক্ষের বক্তব্যকে 'মিথ্যাচার' এবং 'সত্যকে আড়াল' বলে আখ্যা দিয়েছেন। একই দাবিতে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মধুর ক্যান্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য বেতন বাড়ানোর ব্যাপারে তাদের বক্তব্য পেশ করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জিয়াউল হক জিয়া। উপস্থিত ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, দীপংকর সাহা দীপু, মঞ্জুর-এ খোদা টরিক, মোঃ শহীদুল্লাহ, সাইফুর রহমান তপন প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ তাদের লিখিত বক্তব্যে বলেন, বেতন-ফি বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে অনেক মিথ্যাচার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক সত্য আড়াল করে জাতির সামনে নিজেদের এমন একটা নিরীহ চেহারা তুলে ধরা হয়েছে যেন ছাত্র বেতন-ফি বৃদ্ধি কর্তৃপক্ষের কোন বিষয় নয়, ছাত্রদের 'সার্বিক কল্যাণে'ই তাদের উপর এ বোঝা চাপানো হয়েছে।

বর্তমান ভিসি গতবছর জুলাই মাসে একবার বিভিন্ন ফি বৃদ্ধি করেছিলেন সাথে 'ভৌত অবকাঠামো চার্জ' নামে ২শ' টাকার একটি নতুন ফি চাপানো হয়েছিল। এর ফলে '৯৬-৯৭ সেশনে ভর্তি খরচ কলা অনুষদে ১৪৬৬ থেকে বেড়ে ২৬২০ টাকা হয়েছিল। তখন গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের আন্দোলনের চাপে ঐ 'ভৌত অবকাঠামো চার্জ' প্রত্যাহার এবং আরো কয়েকটি ফি কমিয়ে ভর্তি খরচ ১৯২০ টাকা করা হয়েছিল। সেদিন যে বৈঠকে (২১ জুলাই '৯৭) এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাতে ছাত্রলীগ, ছাত্রদলসহ সকল ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতিতে তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কার্যকালে আর কখনও বেতন ফি বাড়ানো হবে না; কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে তার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আবারো ফি বৃদ্ধি করেছেন, 'শিক্ষা উন্নয়ন ফি' নামে নতুন ফি চাপিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঐ বৈঠকে নির্ধারিত ১৯২০ টাকাকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করে ২০২০ টাকা বানিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য তার এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বা ছাত্রদের সাথে বৈঠকে একধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে নিজের মতো করে পরিবর্তন করার বিষয়টি শুধু এক্ষেত্রে নয় আরো অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

বিভিন্ন দৈনিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে বলেছেন, কোর্স পরীক্ষার ফি মাত্র ২শ' টাকা বাড়ানো হয়েছে তা সত্যের অপলাপ। বাস্তবে বর্তমান ভিসি মাত্র এক বছরে উক্ত ফি ২শ' ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮শ' টাকা করেছেন। পত্রিকায় উল্লিখিত ফি-গুলোর বাইরে কর্তৃপক্ষ কিছু সত্যকে আড়ালও করেছেন। যেমন ১শ' টাকার সেশন ফি হয়েছে ২শ' টাকা, ৫ টাকার ছাত্রছাত্রী কল্যাণ ফি হয়েছে ২৫ টাকা, ৩০ টাকার গ্রন্থাগার উন্নয়ন ফি হয়েছে ১শ' টাকা ও ৬ টাকার রোভার স্কাউট এন্ড রেঞ্জার ফি হয়েছে ২০ টাকা। এ ফি-গুলো ছাড়াও প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে হলে-ডিপার্টমেন্টে আরো অনেক ফি দিতে হয় যেগুলো কর্তৃপক্ষ চেপে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা থাকার কথা। ঐ ফি-গুলোর মধ্যে একটি হলো কম্পিউটার চার্জ যা কোন কোনবিভাগে ৩শ' টাকা আর বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে ২ হাজার টাকা, ডিপার্টমেন্ট ভেদে সেমিনার চার্জ ২শ'-৫শ' টাকা, হলে আগে সংস্থাপন ফি ছিল ৬০ টাকা, এখন ২শ' টাকা। এভাবে সবগুলো ফি হিসেব করলে দেখা যায়, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির খরচ কর্তৃপক্ষের কথা অনুসারে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন অনুষদে ২৭৩০ টাকা নয় ৩০৩০ টাকা। বিজ্ঞান-জীববিজ্ঞান-ফার্মেসি অনুষদে ২৭৪৬ টাকা নয় ৩১১৫ টাকা এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে ৫৬৩০ টাকারও বেশি। উল্লেখ্য, হল এবং ডিপার্টমেন্টে দেয় গুলো ধরলে এ খরচ আরো অনেক বেশি হবে।

'শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন বেতন বৃদ্ধি এবং কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের প্রতিবাদে আজ বুধবার দিনব্যাপী কর্মসূচি নিয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক অনুভূতি বিনিময়, স্বাক্ষর সংগ্রহ। কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা ৪টি স্থানকে সজ্জিত করে স্বাক্ষর অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে গান ও ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতাসহ ব্যঙ্গাত্মক মুখোশ পরিধান করবে।